OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 547 - 552
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 547 - 552
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলার সাংগীতিক ঐতিহ্য বহনে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নারী সংগীতকারগণ

রিমা দে
রিসার্চ স্কলার, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি
ডিপার্টমেন্ট অব পারফর্মিং আর্টস
Email ID: rimadoc2024@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Jorasanko Thakurbari, Sangetkar, Gitikar, Songs of Bengal, Bramha sangeet, Contribution of Female Musicians.

Abstract
The nineteenth century was a transformative period in Bengal's cultural renaissance, where music became a central force in shaping social and artistic identity. Within this milieu, the Jorasanko Thakur Bari emerged as a distinguished hub of refined musical practice, distinct from the popular yet decadent 'Babu culture'. While the contributions of male members of the Tagore family—such as Debendranath, Satyendranath, Jyotirindranath, and Rabindranath - are widely acknowledged, the creative legacy of the women of Jorasanko remains comparatively underexplored. This paper focuses on the musical contributions of female composers and performers of the Tagore household, including Saudamini Devi, Swarnakumari Devi, Sarala Devi, Pratibha Devi, Monisha Devi, Indira Devi, and Hemlata Devi. Their compositions not only enriched the evolving tradition of Bengali music but also carried forward a refined cultural ethos that resisted the decadence of contemporary entertainment practices. By situating their work within the broader socio-cultural context of nineteenth-century Bengal, this study highlights the pioneering role of these women in preserving and advancing Bengal's musical heritage.

Discussion

উনিশ শতক বাংলা ও বাঙালীর জীবনে এক পট পরিবর্তনের তথা নবজাগরণের কাল। এই নবজাগরণ বাংলার সামাজিক পরিকাঠামোয় সংগীতচর্চা একটি সুবৃহৎ স্থান অধিকার করে আছে। বাংলার কাব্য ও কাব্যসঙ্গীত নতুন ভাবে সমান্তরালে অগ্রসর হতে শুরু করে এই সময় থেকে। যে চর্চার অন্যতম আতুঁরঘর বলে মনে করা হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িকে। রচনার মূল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে উনিশ শতকের বাংলা সমাজে সংগীতের পরিবেশ সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করা আবশ্যক।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 547 - 552
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উনিশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে অর্থাৎ রামমোহন রায় ও তাঁর পরবর্তী বাংলার সংগীত সমাজে যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালী, ব্রহ্মসংগীত, টপ্পা, ঠুংরির রমরমা প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যে সময়কে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংগীত চর্চার মিশ্রযুগ বলা যেতে পারে। এই সময় থেকেই বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্যের হাত ধরে জাতিভেদপ্রথা, বর্ণবৈষম্য দূর হতে দেখা যায়। শিক্ষা, অর্থ, উপজীবিকা প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠাতলাভ করতে থাকে। ফলতো ইংরেজ বণিক ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নীতিহীনতা, উৎশৃঙ্খলা, দুর্নীতির প্রভাব বিস্তার করে। বাবু সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য রক্ষিতা, বেশ্যা, বাইজি কালচার উনবিংশ শতকের সাংস্কৃতিক আলোচনায় এবং বাংলা গানের ধারায় এক দীর্ঘ ও বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বাবু কালচারের নিম্নমানের রুচি-বিলাসিতা, সামাজিক ভারসাম্য বিরোধী একটি অসুস্থ প্রভাব ফেলেছিল তৎকালীন সমাজে। কিন্তু সেই প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে সেই সময় সমাজ-সংস্কৃতি-সাংগীতিক রূপের পরিমার্জিত রুচিশীল সুস্থ ভাবধারা অবলম্বন করে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এক ভিন্ন শিল্পরীতি সম্পন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া বিস্তারলাভ করে। যা দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ এর হাত ধরে পরবর্তী পারিবারিক উত্তরসূরীদের জীবনধারা এবং শিল্পকর্মে এক দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তার করে। বাংলার সাংগীতিক ঐতিহ্যের ইতিহাসে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি তাই এক স্বতন্ত্র নাম।

বর্তমান আলোচনাটি তৎকালীন বাংলা সংগীতের ঐতিহ্য বহনকারী জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নারী সংগীতকারগণ তথা সংগীত রচয়িতাদের কৃতকর্মের আলোচনাতে সীমাবদ্ধ থাকলেও প্রসংঙ্গানুসারে কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের নাম এসে পরবে। রামলোচনের সময় থেকেই সংগীতপ্রিয়তা এবং ওস্তাদ শিল্পীদের সমাদর করার উৎসাহ ও আগ্রহ ঠাকুরবাড়ির পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষত তাঁর পৌত্র দেবেন্দ্রনাথের আমল থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে এক নিরবচ্ছিন্ন সংগীতের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। ফলত, রবীন্দ্রনাথের মতো আলোকজ্বল সৃষ্টিকর্তাতো বটেই তৎসহ দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, গনেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ প্রমূখ ঠাকুরবাড়ির পুরুষ সংগীতকারদের সাথে সাথে সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, প্রতিভাদেবী, মনীষা দেবী, ইন্দিরা দেবী, হেমলতা দেবীও বাংলার সংগীতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাঁদের সৃষ্টিকর্মের ছাপ রেখে গেছেন। ঠাকুরবাড়ির এই নারী সংগীতকারগণ যারা প্রায় অনালোকিত, অনালোচিত থেকে গেছেন বর্তমান রচনায় সেই কৃতি কন্যাদের সংগীত রচনাও যে বাংলার সঙ্গীতকে ঋদ্ধ করেছে মূলত সেদিকে নজর দেওয়া হবে।

সৌদামিনী দেবী : মহর্ষির জ্যেষ্ঠাকন্যা সৌদামিনী দেবী কিছুদিন বেথুন স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তৎকালীন রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে যে সময়ে ঠাকুরবাড়িতে নারী স্বাধীনতা প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সৌদামিনী। ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্য বহনকারী সৌদামিনের মধ্যে এক স্নিগ্ধ সাহিত্যপ্রীতি লক্ষ্য করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখা স্মৃতিচারণা 'পিতৃস্মৃতি' প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষির উৎসাহে ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন সৌদামিনী দেবী। হিন্দুস্তানি গানের সুরে, রামকেলি রাগে, ঝাঁপতালে নিবদ্ধ তাঁর একটিমাত্র গানের সন্ধান পাওয়া যায় – 'প্রভু পুজিবো তোমারে আজি বড় আছে অকিঞ্চন'।

কাঙ্গালীচরণ সেন কৃত 'ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি'র পঞ্চম খন্ডে গানটির স্বরলিপি নিবদ্ধ রয়েছে। ভক্তিরসে আপ্লুত গানটির চমৎকার সুরের বিন্যাস এবং বাণীর আকুলতা ব্রহ্ম উপাসনার এক যথার্থ রূপ নির্মাণ করেছে এই গানে। স্থিরচিত্ত, দেবভাবসম্পন্ন সৌদামিনীকে মহর্ষি সারদাদেবীর মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিকভাবে পরিবারকে বেঁধে রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী : ঠাকুরবাড়ির কন্যাদের মধ্যে গীতরচনায় সর্বাগ্র স্থান অধিকার করে আছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। দেবেন্দ্রনাথ ও সারদাসুন্দরী দেবীর তৃতীয় কন্যা স্বর্ণকুমারী বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে শিক্ষাগ্রহণ করেননি কোনদিনই। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রমণীদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন এক উজ্জ্বল অধ্যায়। মাঘোৎসব এবং ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে গান রচনা ইতিহাসের নিরিখে ঠাকুরবাড়ির সংগীতকারদের তালিকায় দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীও এক উজ্বল অধ্যায়।

স্বর্ণকুমারীর গীত রচনার সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 547 - 552
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "এই সময় আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করতাম। ... সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত। স্বর্ণকুমারী অনেক সময় আমার রচিত গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সংগীতচর্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া যখন তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত।..."[১]

সংগীত রসিক ও সুরকার স্বর্ণকুমারী গীতে রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পর সংখ্যার বিচারে স্বর্ণকুমারী দেবীর সংগীত রচনা সর্বাধিক। প্রায় সাড়ে তিনশতরও বেশী। ব্রহ্মসঙ্গীত ব্যতীত বিভিন্ন ধর্ম সংগীত, উৎসব গীত, দেশাত্মবোধক গান, বিবাহ সঙ্গীত, প্রণয় গীতি, কৌতুক গীতি ছাড়াও তার স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশুদ্ধ গান পাওয়া যায়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি আদি ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসবে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর স্বর্ণকুমারী দেবীর দুটি ব্রহ্মসঙ্গীত পরিবেশিত হয় - 'বহুক ঝটিকা ঝড় কাঁপায়ে ভুবন বর' এবং 'রাজরাজেশ্বর ওহে দিনজনে দেখা দাও'।

স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত সমস্ত গানের সুরকার তিনি নিজে ছিলেন তেমনটি না। তাঁর অনেক গানে সুর সংযোজন করেছেন সেকালের অন্যতম কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়। এছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ, প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়, সরলা দেবী, দীপক চৌধুরী প্রমুখরা তাঁর গানে সুর সংযোজনা করেছেন। তাঁর সমস্ত গানের স্বরলিপি সংরক্ষিত হয়নি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কিছু বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত গান ছাড়া 'গীতিগুচ্ছ' (১ম ও ২য় ভাগ), 'শতগান', 'প্রেমগীতি' গ্রন্থে তাঁর কিছু গানের স্বরলিপি সংরক্ষিত আছে। তাঁর গানের সুরে তেমন কোন উজ্জ্বল্য চোখে পড়ার মতো না হলেও বৈচিত্রের নিরিখে গানগুলি উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৯-তে স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস 'ছিন্নমুকুল'-এ একটি গানের উল্লেখ পাওয়া যায় – 'রিমিঝিমি ঘন বরিষে' (গানটির রামনিধি গুপ্তের 'বরিষে ঘন ঘন ঘন কেন গড়জ ঘনায়' থেকে ভেঙে রচিত আন্দাজ করা হয়)। রবীন্দ্রনাথ এই গান অবলম্বনে 'কালমৃগয়া' - তে রচনা করলেন 'ঝমঝম ঘন ঘন রে', পরবর্তীতে 'বাল্মিকীপ্রতিভা'- য় 'রিমঝিম ঘন ঘন রে বরষে'। তাঁর পরজ রাগে, ঝাঁপতালে 'দীন দয়াময় দীনজনে দেখা দাও' ব্রহ্মসংগীতটি যে কোন ব্রহ্মসঙ্গীত সংকলনে স্থান করে নেওয়ার যোগ্য। 'এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন' গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতি নাটকের স্থান পেয়েছে। তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলির মধ্যে 'লক্ষ্য ভায়ের দাঁড়ের টানে', 'আয়রে ভাই আয়রে চলে' গানগুলি আবেগপূর্ণভাবে রচিত। তাঁর 'বল ভাই বল! কেন গিয়েছিস বল', 'ও প্রাণ মোর গঙ্গাজল' গানগুলিতে কীর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সরলা দেবীর 'শতগান'-এ স্বর্ণকুমারী দেবীর যে নয়টি গানের স্বরলিপি পাওয়া যায় সেই গানগুলির উল্লেখ এখানে করা হল -

১. এখনো এখনো প্রাণ - ভৈরবী, মধ্যমান।
২. এমনি করে তারো কি - কীর্তন, কাওয়ালি।
৩. এ হৃদি নিভাতে চাহে - বেহাগড়া, ঝাঁপতাল।
৪. ওহে পরাণপ্রিয় - মিশ্র কানাড়া, একতালা।
৫. কি আলোক জ্যোতি - প্রভাতী, একতালা।
৬. নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে - মল্লার, কাওয়ালী।
৭. বহুক ঝটিকায়ঝড় - ইমন কল্যাণ, আড়াঠেকা।
৮. সখি নব শ্রাবণ মাস - মল্লার, কাওয়ালী।
৯. সে কেমনে চলে যায় - মিশ্রবেলাওল, একতালা।

তাঁর অধিকাংশ গান রাগাশ্রয়ী এবং ভিন্ন ভিন্ন তালে রচিত।

সরলা দেবী : ঠাকুরবাড়ির আরেক অন্যতম ব্যক্তিত্বময়ী, প্রতিভাবান, শিল্পসাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পন্ন কন্যা সরলাদেবী চৌধুরানী। গীতিকার, সুরকার রূপেও ঠাকুর পরিবারের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন সরলা দেবী। দেবেন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলার সঙ্গীত শিক্ষার ভিত্তি যেমন দৃঢ় ছিল তেমনি সংগীত রচনাতেও তিনি প্রতিভার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। এছাড়া ভারতীয় ও ইউরোপীয় সংগীত পদ্ধতিতে গান গাওয়া, গান রচনা করা, পিয়ানো বাজানোতে অসামান্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 547 - 552
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দক্ষতা ছিল তাঁর। ইউরোপের ট্রিনিটি কলেজ অফ মিউজিক থেকে ইন্দিরা দেবী, মনীষা দেবী সহ সরলা দেবীও সংগীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

মাত্র ১২ বছর বয়সে সরলা দেবী রবীন্দ্রনাথের 'সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে' গানটি পিয়ানোতে বাজানোর উপযুক্ত ইউরোপীয় piece এ পরিণত করেন। পরবর্তীকালে ব্রহ্মসংগীত, শিবগীতি, দেশাত্মবোধক এবং বিভিন্ন গান রচনা করে ঠাকুরবাড়ির সংগীতকারদের তালিকায় সরলা দেবী উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছেন। দেশাত্মবোধক গানের জন্য তিনি সর্বজনস্বীকৃত। ১৯০১ সালে ২৬ শে ডিসেম্বর তাঁর 'অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী, গাও আজি হিন্দুস্তান' গানের দ্বারা কলকাতা কংগ্রেসের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন হয়। 'হিন্দুস্তান' শীর্ষক এই গানটি মিশ্র খাম্বাজ আগে নিবদ্ধ এবং সুরবিন্যাস মোটেই সহজ নয়। 'বন্দি তোমায় ভারত জননী' তাঁর আরেকটি প্রসিদ্ধ স্বদেশী পর্যায়ের গান। সারস্বত উৎসবে জগদীশচন্দ্র বসুকে কলকাতায় বিভিন্ন সমাজ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে মিশ্র খাম্বাজ এর সুরে এই গানটি রচনা করে দেন তিনি। আবার এই গানের পাঠান্তর 'নমো নমো জগৎ জননী' তিনি রচনা করেন বীরাষ্টমী ব্রত উদযাপন উপলক্ষে।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সরলা দেবী যে গানগুলি রচনা করেছেন তার মধ্যে মঘোৎসবের জন্য লিখিত মিশ্র সিন্ধুড়াতে 'আজিকে মম বক্ষ ভারি', প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বাঙালি রেজিমেন্টের মার্চের জন্য লিখিত 'রণ-রঙ্গিনী নাচে নাচে রে', ১৯২৮ সালে ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গীত 'জয় যুগ আলোকময়' গানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গীতিকার সরলা দেবীর সাথে সাথে সুরকার সরলা দেবীর জনপ্রিয়তা কম নয়। ১৩৫৪ সালে সরলা দেবী রচিত ও সুরারোপিত ৩০টি গানের সংকলন 'গীতিত্রিংশতি' নামে প্রকাশিত হয়। সরলাদেবীকৃত আরেকটি স্বরলিপি গ্রন্থ 'শতগান'। আনুমানিক চল্লিশটি গান রচনা করেন তিনি। গীতিকার সরলাদেবীর তুলনায় সুরকার সরলাদেবী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে 'বন্দেমাতারম্'র শেষাংশের সুর সংযোজন করেছিলেন তিনি। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না ঠাকুরবাড়ির অন্যতম সংগীতকার যে আলোকময় পর্বে সরলা দেবীর নাম থাকা উচিত ছিল তিনি ঠিক ততটা পরিচিত বা চর্চিত নন।

প্রতিভা দেবী : জগত সংসারে কেউ কেউ জন্মগত প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। হেমেন্দ্রনাথ এবং নিপময়ী দেবীর কন্যা প্রতিভা দেবী ছিলেন উপযুক্ত শিক্ষায় ও সংগীত চর্চায় ঠাকুরবাড়ির তেমনি এক প্রতিভা। অত্যন্ত মেধাবী প্রতিভাদেবী দেশি-বিদেশি উভয়প্রকার সঙ্গীতে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিভা দেবী সম্পর্কে বলেছেন –

> "...সংগীত শুধু যে তাঁর কণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছিল তাই নয়, এ তাঁর প্রাণকে পরিপূর্ণ করেছিল।"[২]

ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে কিছুদিন তিনি প্রথাগতভাবে সংগীতচর্চা করেছিলেন এবং মাঘোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সাথে মহিলা হিসাবে প্রথম প্রতিভা দেবী উপাসনা সংগীত পরিবেশন করার দ্বার মুক্ত করেন। যদিও সংগীত সংরক্ষক হিসাবে প্রতিভাদেবী পারদর্শিতা অর্জন করেন কিন্তু তাঁর সঙ্গীত রচনার দিকটিও অবহেলিত নয়। তাঁর 'সাঁঝের প্রদীপ দিনু জ্বালায়ে', 'দীন দয়াময় প্রভু ভুলো না অনাথে' গানগুলিতে ভাষায় ঈশ্বর প্রেমের গভীর ব্যঞ্জনা ব্যক্ত হতে দেখা যায়। এছাড়াও 'গিরিগুহা পর্বত', 'নব বর্ষ ফিরে এলো' গানগুলি উল্লেখযোগ্য। খুব কম সংখ্যক হলেও প্রতিভা দেবীর যে গানগুলি সংরক্ষিত রূপ পাওয়া যায় সেগুলি রাগাশ্রয়ী, সরল এবং সুখশ্রাব্য।

রবীন্দ্রনাথ ও সরলা দেবী ব্যতীত ঠাকুরবাড়ির যে সকল সংগীতকারগণ স্বরসন্ধি প্রয়োগে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন প্রতিভাদেবী তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর 'হরি তোমা বিনা জানিনাকো কারে', 'সাঁঝের প্রদীপ দিনু জ্বালায়ে' গান দুটিতে স্বরসন্ধির প্রয়োগ দেখা যায়। 'আনন্দ সভা', 'সঙ্গীত সংঘ' প্রতিষ্ঠা করে তিনি ছেলে-মেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও 'আনন্দ সংগীত' পত্রিকার মাধ্যমে সংগীতের স্বরলিপি প্রকাশ করে লুপ্ত সংগীত, প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী উদ্ধার ও প্রকাশের মাধ্যমে বাঙালি সমাজে সংগীত চর্চার আগ্রহ জাগিয়ে তোলার জন্য প্রতিভাদেবীর অবদান উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের গান শান্তিনিকেতনের গণ্ডির বাইরে প্রচার ও প্রচার করার উদ্যোগের অন্যতম কান্ডারী ছিলেন প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 547 - 552
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মনীষা দেবী : হেমেন্দ্রনাথ ও নিপময়ী দেবীর চতুর্থ কন্যা মনীষা দেবীও পরিবারের ধারা অক্ষুন্ন রেখে সংগীতচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ইন্দিরাদেবী, সরলাদেবীর মত মনীষাও কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ অব মিউজিক থেকে পিয়ানোতে বিশেষ পারদর্শিতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ভগিনীদের ন্যায় তাঁরও পাশ্চাত্য সংগীতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। পিয়ানোতে পাশ্চাত্য সংগীতের সাথে ভারতীয় মার্গ সংগীতের ভাবধারা ফুটিয়ে তুলতে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন তিনি। ইন্দিরাদেবীর লেখা থেকে জানা যায় –

> "তাঁর (হেমেন্দ্রনাথের) চতুর্থ কন্যা মনীষা, 'তমীশ্বরাণাং' বেদমন্ত্র ও রবিকাকার কতগুলি গানে যথা, 'পাদপ্রান্তে রাখো সেবকে' প্রভৃতিতে পিয়ানো সঙ্গত বসিয়েছিলেন। ..."[৩]

ইন্দিরা দেবী : ঠাকুর বাড়ির সাংগীতিক পরিবেশে শিশুকাল থেকেই সংগীতচর্চা, যন্ত্র সঙ্গীতের তালিম শুরু হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর কন্যা ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর। সাহিত্যচর্চা ও সংগীতচর্চার সাথে, সংগীত রচয়িতা, সংগীত সংরক্ষক ইন্দিরা ছোটবেলা থেকেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আদরের 'বিবি'। আপনার রচনার চেয়ে রবিকাকার গানের প্রচার, প্রসার সংরক্ষণে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। মাত্র ১৬টি গান রচনা করেছিলেন ইন্দিরা। যে গানগুলির কথা, সুরের চলন লক্ষ্য করলে অনুমান করা যায়, যদি নিজস্ব সঙ্গীতরচনা তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য হত তাহলে ঠাকুরবাড়ির অন্যতম কৃতি গীতিকার বা সুরকার হিসাবে ইন্দিরাদেবী এক আলোকজ্বল অধ্যায় হিসেবে আলোচিত হতেন।

বেশকিছু ব্রহ্মসঙ্গীত ছাড়াও কিছু দেশাত্মবোধক গান এবং কিছু অনুষ্ঠান উপযোগী গান রচনা করেছিলেন ইন্দিরা দেবী। যেগুলি রাগাশ্রয়ী হলেও রবীন্দ্রানুসারী একেবারেই নয়। ইন্দিরাদেবীর সৃজন প্রতিভা তাঁর পূর্ণচ্ছটায় বিকশিত। তাঁর আড়ানা রাগে, তেওড়ায় নিবদ্ধ 'আয় বিনা কোলে আয়' গানটি কথা ও সুরের চলন লক্ষ্য করলে দেখা যায় এটি অন্যতম একটি স্বতন্ত্র বাংলা গান। ইমনের কাঠামোয় রচিত 'জীবন বহে যায়' গানটি তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা, যে গানে জীবনের চলার ছন্দের সাথে কথা ও সুরের একাত্মতা লক্ষ্য করার মতো।

রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার ও প্রসারে আজীবন ধ্যানমগ্না, সুগায়িকা ইন্দিরা ২০০টিরও বেশি রবীন্দ্রগানের স্বরলিপি করেছেন। এছাড়াও স্বর্ণকুমারী দেবী, হেমলতা দেবী, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ অনেকের গানে তিনি সুর দিয়েছেন। অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ির অন্যতম সুরকার-গীতিকার ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী আপন সৃজন-নৈপুণ্যসম্পন্ন আরেক মহীয়সী নারীর সার্থক দৃষ্টান্ত।

হেমলতা দেবী : আরেকজন বিশিষ্ট মহিলাকেও ঠাকুরবাড়ির নারীর সংগীতকারের তালিকায় রাখতে হয় তিনি ঠাকুরবাড়ির বধু হেমলতা দেবী। দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া স্ত্রী হেমলতা দেবীর সাহিত্যকীর্তির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'লীলা পুরস্কার' প্রদান করেছিলেন। জৌনপুরী-টোড়ী রাগাশ্রি একতালে নিবদ্ধ তাতাঁর 'কে সে পরম সুন্দর, যাঁহারি লাবণ্যে পূর্ণ' গানটি ভগবদ্ভক্তিপূর্ণ একটি ব্রহ্মসঙ্গীত। তাঁর গানে সুরযোজন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরাদেবী প্রমুখরা। হেমলতা দেবীর 'আমি আর কিছু না জানি' গানটিতে সুরারোপ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ওহে সুনির্মল সুন্দর উজ্জ্বল', 'বালক প্রাণে আলোক জ্বালি' গান দুটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুরারোপ করেছিলেন।

এই আলোচনায় কেবলমাত্র ঠাকুর পরিবারের মহিলা সংগীতকারদের কথাই উল্লেখ করা হল। এনারা ছাড়াও জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য নারীর সদস্যরা প্রত্যেকেই সংগীতচর্চা করতেন পারিবারিক আবহ এবং ঐতিহ্য বজায় রেখে। তবে তাঁরা প্রত্যেকে সংগীত রচনা করেছেন এমন না। তবে উল্লিখিত সকলের সম্পূর্ণ সংগীত সম্ভার এবং ঠাকুরবাড়ির মহিলা সংগীতকারদের সংগীত অবদানে বিস্তারিতভাবে এখানে অনালোচিত থাকল। ঠাকুরবাড়ির এই মহিলা সংগীতকারগণ বাংলা সংগীতে যে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তা এই আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট এবং তাঁদের সংগীত অবদানের তুলনায় তাঁরা আজো অনালোচিত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ে রয়েছেন উপসংহারের সে কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে বলে মনে হয় না।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত সম্পাদিত, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, পৃ. ১৫৬

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 547 - 552
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সংগীতচিন্তা’ ‘অভিভাষণ ১’, বিশ্বভারতী, পৃ. ১
৩. সেনগুপ্ত, সমীর, রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন, দে’জ পাবলিশিং, কোলকাতা।

Bibliography:

মুখোপাধ্যায়, শ্রীনন্দা, ‘জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গীতকার-সুরকার’, দেশ বিনোদন ১৯৮৪
বসু, অরুণকুমার, ‘বাংলার কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত’, দে’জ; ডিসেম্বর ২০১০, কলি - ৭৩
বসু, মানস, ‘জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জীবনধারা ও গান’, দে’জ পা. হা., জানুয়ারী ২০২৪, কলকাতা - ৭৩
চক্রবর্তী শঙ্কর প্রসাদ সম্পাদিত, ‘সরলাদেবী চৌধুরাণী রচনা সংকলন’, দে’জ পা. হা, কলকাতা - ৭৩
মন্ডল মুখোপাধ্যায়, নীলাক্ষী, ‘ঠাকুরবাড়ির দুই কন্যা প্রতিভা ও অভিজ্ঞা’, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা - ৫০